তিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

গভর্নিং বডির সভাপতি আওলাদের বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ

দশতলা অ্যাপার্টমেন্ট ও একাধিক ফ্ল্যাটের মালিক, ২টি কমিটির তদন্ত চলছে

সংবাদ : নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

| ঢাকা , শুক্রবার, ০৮ নভেম্বর ২০১৯

মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি আওলাদ হোসেনের বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। প্রতিষ্ঠানের কেনাকাটাসহ বিভিন্ন অনিয়ম সম্পর্কে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর(মাউশি) এবং ঢাকা জেলা শিক্ষা অফিসের পক্ষ থেকে পৃথক দুটি তদন্ত চলছে। অন্যদিকে গভর্নিং বডির সভাপতি আওলাদ হোসেন টানা ১০ বছর ধরে একই পদে থাকায় নানা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তিনি গত ১০ বছরে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন যেভাবে তা তিনি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। রাজধানীর গুলবাগে তার ১০তলা অ্যাপার্টমেন্টসহ আরও ফ্ল্যাটবাড়ি রয়েছে। তবে গভর্নিং বডির সভাপতি আওলাদ হোসেন বলেন, তিনি নিয়ম মেনে সিলেকশনেই সভাপতির পদে আছেন। তার কটি প্রতিপক্ষ গরুপ তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে। গভর্নিং বডির সভাপতির পদ ছাড়াও তিনি ঢাকা মহানগর

আওয়ামী লীগের সহ সভাপতির পদে আছেন। আসন্ন সম্মেলনে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতির পদপ্রত্যাশী। এ কারণে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে একটি গ্রুপ। আনিত অভিযোগ সঠিক নয় বলে তিনি দাবি করছেন। জানা গেছে, গত ১০ বছর ধরে মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভনির্ং বডির (প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি) সভাপতির পদে আছেন আওলাদ হোসেন। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শাখাসহ ৩ শাখার শিক্ষক নিয়োগ, অবকাঠামো উন্নয়ন, এবং ছাত্রছাত্রী ভর্তিসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ডে একছত্র নিয়ন্ত্রণ তার। গত ১০ বছরে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তহবিলের অর্থ তছরুপ করার অভিযোগ উঠেছে সভাপতির বিরুদ্ধে। কোন নির্বাচন ছাড়াই তিনি গভর্নিং বডির সভাপতি পদ ধরে রেখেছেন। সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ধরে তার অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন অভিভাবকরা।

মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সেলিনা শ্যামসী তার কার্যালয়ে এ প্রতিবেদককে বলেন, ২০০৯ সালে আওলাদ হোসেনের নাম স্থানীয় এমপি প্রস্তাব করেন। এরপর থেকে তিনি গভর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে কাজ করছেন। প্রতিষ্ঠানে যেসব অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে এসব নিয়ে মাউশি এবং শিক্ষা অফিস থেকে পৃথক দুটি তদন্ত চলমান রয়েছে। আমরা শিক্ষক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। তিনি বলেন,

২০০৯ সালের পর ৪ বার নির্বাচন হয়েছে। সদস্য পদে নির্বাচন চলেও সভাপতির পদে কোন নির্বাচন হয়নি।

সংশ্লিস্ট সূত্র জানায়, মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের মূল প্রতিষ্ঠান হচ্ছে কমলাপুর এজিবি কলোনিতে। এ প্রতিষ্ঠানের আরেকটি শাখা রয়েছে সবুজবাগ থানার পাশে প্রধান সড়কের সঙ্গে যেটি বাসাবো শাখা হিসেবে পরিচিত। প্রধান এবং শাখা প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে ১২ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক হলেও এখানে ২০১৪ সালে প্রাথমিক (প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী) শাখা খোলা হয়। প্রথম শ্রেণীতে লটারির মাধ্যমে ভর্তি নেয়া হলেও দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে উচ্চ মাধমিকে ভর্তি লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে হয়। ২০১৪ সালে প্রাথমিক শাখা চালুর পর বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরও চাহিদা বাড়ে। প্রাথমিক শাখায় শিক্ষক নিয়োগের নামে বাণিজ্য করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে ৩ টি শাখায় আড়াইশ' শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে। এদের অধিকাংশ নিয়োগ হয়েছে বর্তমান সভাপতি আওলাদ হোসেনের হাত ধরে। অভিযোগ উঠেছে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার যোগ্যতা নেই এমন শিক্ষককেও অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ দিয়েছেন তিনি।

২০০৯ সালে ম্যানেজিং কমিটির দায়িত্ব পেয়ে নিয়োগ ও ভর্তি বাণিজ্যের মাধ্যমে বহু টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। শান্তিনগর এলাকায় অদিতি কমপ্লেক্স এর মালিক

তান। ধানমান্ডতে তার বেনামে ৩টি ফ্লাট রয়েছে। ৪০৫ গুলবাগ মালিবাগে অদিটি কমপ্লেক্স নামে ১০ তলা অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। ৯ কোটি টাকায় কেনা ৬ কাঠা জমির ওপর আবিদ অ্যান্ড আদিতি নামের এ অ্যাপার্টমেন্টের কাজ চলমান। ৩ বছর আগে তিনি ৬ কোটি টাকায় একটি বাড়িসহ জায়গা কিনে সেখানে অ্যাপামেন্টের কাজ ধরেন।

সূত্র জানায়, শিক্ষানুরাগী হিসেবে আওলাদ নিজেকে পরিচিত করে তুললেও যুবলীগ থেকে বহিষ্কৃত খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে তার। অভিযোগ রয়েছে আওয়ামী লীগের অনেক নেতার মতো তিনিও ক্যাসিনোকা-ে সম্পৃক্ত ছিলেন।

এ বিষয়ে আওলাদ হোসেন টেলিফোনে এ প্রতিবেদকে জানান, স্কুলের নানা দুর্নীতির অভিযোগ তুলে একটি গ্রুপ দুদকে অভিযোগ করেছিল তার বিরুদ্ধে। দুদকের ওই চিঠিও তার কাছে রয়েছে। তিনি দাবি করেন, ৮৩ সাল থেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ব্যবসা ছাড়াও তার স্ত্রী ও সন্তানের অর্থ রয়েছে। সেই অর্থে তিনি সম্পদ গড়েছেন। যুবলীগ থেকে বহিষ্কৃত ক্যাসিনোকাণ্ডে গ্রেফতার খালেদ বা এ পর্যায়ের কারও সঙ্গে তার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই বলে তিনি দাবি করছেন।